২৫-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :-- এই সময় তোমাদের সকলের বাণপ্রস্থী অবস্থা, তোমাদের এখন বাণীর উর্ধে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- ২১ জন্ম সুখ প্রাপ্তির আধার কি ?
উত্তর :- ৬৩ জন্মের ভক্তি । যারা প্রথম - প্রথম সতোপ্রধান ভক্তি করেছিলো অর্থাৎ যারা অনেক জন্মের পুরানো ভক্ত, তারাই এখন জ্ঞান শুনছে, তারাই ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্তি করে । এখন তোমাদের ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । ভগবান তোমাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছেন । ভক্ত কখনই ভগবান হতে পারে না ।

গীত :-- মাতা ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে । এখন মাতাকে তো ভগবান বলা যাবে না, কেননা ভগবানকে তো পিতা বলা হয় - পরমপিতা । এখন পিতা থাকলে অবশ্যই মাতা থাকবে । মাতাকে অনেকেই খুব মানে । মাতা থাকলে পিতাও থাকবে । মাতা নিজেকে ভগবান বলতে পারেন না । এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে । জগদম্বার কতো মহিমা । এমন বলা হবে না যে ভগবান বা বাবা সর্বব্যাপী । তা নয়, যখন মাতা পিতা বলা হয়, তখন বাচ্চারাও তো আছে । যদি ভগবান সর্বব্যাপী হয় তাহলে সকলেই তো ভগবান হয়ে গেলো । তাহলে তো ভগবতীও হতে পারবে না । সর্বব্যাপীর জ্ঞানে তো ভগবতী তো থাকে না । সবাই যদি ভগবান হয় তাহলে তো আত্মাই পিতা হয়ে গেলো । মাতা তো থাকলো না । এ খুব ভালোকরে বোঝার মতো কথা । তোমরা জানো যে -- কোনো আত্মাই নিজেকে ভগবান বলতে পারে না । ভক্ত যদি বলে যে আমি ভগবান, তাহলে মাতা তো সিদ্ধ হয় না । আবার ভক্ত তো পুনর্জন্ম নেয় । ভগবান তো পুনর্জন্ম নেন না । এমন নয় যে ভগবানের নিজের কোনো শরীর আছে । তাই এই সর্বব্যাপীর বিষয়ে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । ভক্তের জন্য তো ভগবানের প্রয়োজন । ভক্ত অনেক -- ব্রাদার্স - সিস্টার্স -- সকলেই হলো ভক্ত । আত্মা বলে যে - এই সময় আমি ভক্তি কালে আছি । আবার আত্মাই বলবে - এখন আমি বাবাকে পেয়েছি, তাই এখন আমি জ্ঞানে আছি । আত্মাই জ্ঞান শোনে । ভক্ত তো পুনর্জন্ম নেয়, ভগবান তো পুনর্জন্ম নেন না । এই শরীর তাঁর নয় । এ তো সবাই জানে যে -- পাঁচ তত্বের শরীর নিয়ে ভগবান জন্ম নেন না, তিনি পরকায়াতে প্রবেশ করেন । এই ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করও হলেন সুক্ষ্ম বতনবাসী । তাই প্রতিটি কথাই খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসাতে হবে । আত্মা বলে যে, আমি এক পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি । পুরানো শরীর ছোটোই হোক বা বড়, এক ছেড়ে দ্বিতীয় ধারণ করি । এখানে তো হঠাৎই ছোটো বা বড়র শরীর ত্যাগ হয়ে যায় । আর ওখানে তো আয়ু সম্পূর্ণ হওয়ার পরে মনে করে, এখন পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে । এই জ্ঞান তো আত্মার মধ্যেই আছে, তাই না । আত্মাই পুনর্জন্ম নেয় । পরমাত্মার জন্য তো এই কথা বলা যাবে না । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও পরমাত্মা বলা যাবে না । তাঁরা হলেন সুক্ষ্ম বতন বাসী । বাবা তো মূল বতন বাসী । আর কেউই বুঝতে পারে না যে, পরমাত্মা মূল বতন বা নির্বাণধামে থাকেন । নির্বাণধাম অর্থাৎ বাণীর উর্ধে ধাম তাই বাণপ্রস্থ নাম বলা হয় । বাণীর ঊর্ধ্ব অবস্থায় যাওয়ার জন্য যখন ৬০ বছর বয়সের পরে মানুষ বৃদ্ধ হয়, তখন বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে । এখানে তো তোমরা ছোটো - বড় সকলেই মনে করো যে আমরা বাণপ্রস্থী । আত্মা বলে যে -- আমাকে বাণীর উপরের স্থানে

যেতে হবে । আত্মাকে পুরুষ বলা হয় । আত্মা যখন শরীরে আসে তখন বলে যে -- এই সময় আমি পুরুষ বা স্ত্রীর শরীর পেয়েছি । তাই আত্মার এখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । আত্মাকে পুরুষ বলা হয় । মাতারা কখনোই বাণপ্রস্থে যায় না । এখানে কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মা তো পুরুষ । তোমাদের সকল আত্মাদের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে । আমি এখন তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তাই আমাকে স্মরণ করো তাহলেই আমার ধামে যেতে পারবে । এ কথা কোনো মানুষ বলতে পারে না । সুপ্রীম রুহ বাবাই এই কথা বলতে পারেন । সন্ন্যাসী - উদাসীরা এমন বাচ্চা - বাচ্চা করে কথা বলবেন না । বাবার এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই । জিজ্ঞেস করো তাদের -- ভগবান কোথায় আছে ? তো বলে দেবে ভগবান সর্বব্যাপী । যেহেতু ভগবানের জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই তাই ভক্তি করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কিন্তু কিভাবে আর কবে মিলিত হবে ? এই কথা কেউই জানে না । বাবা বলেন - কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে চিনতে পারে । সারসের মতো মানুষ ত অনেক আছে । এদের মধ্যে কয়েকজন হারানিধি (সিকিলধে) আছে যারা এসে আমাকে চিনতে পারবে আর বাবার কাছে নিজের আশীর্বাদী বর্সা নেবে । তোমরা বুঝতে পারো যে এই সময় সকলেই ভক্ত । তারা চায় যে ভগবানের থেকে ভক্তির ফল নেবো । যদি তোমরা সকলেই ভগবান হয়ে যাও তাহলে ভক্ত তো কেউই হতে পারবে না । যদি তোমরাই ভগবান হয়ে গেলে তাহলে তোমাদের আর কিসের চাহিদা থাকবে ? ভক্ত তো ভগবানের সাথে মিলিত হতে চায় । নিজেকে ভগবান বলা - এ তো এক ধরনের অপমান হয়ে গেলো, এর থেকে বড় অপমান আর কিছুই হয় না । আল্লাহর থেকে আমরা তো বরিস্তের বার্সা নিতে চাই । তোমরা বলো যে - আমরাই আল্লাহ । এখন তোমরাই বিচার করো । তোমাদের যদি কেউ বলে -- আমি আল্লাহ, এ কিভাবে হতে পারে ? আল্লাহ তো সবার থেকে বড় । এ তো খুবই বোঝার কথা । কখনোই কেউ নিজেকে আল্লাহ বা ভগবান বলতে পারে না । বাবা সকলেরই এক । এমন অনেকেই বলে যে ভগবান সর্বব্যাপী । আরে, তুমি ভগবান এ কথা তো আমরা মানি না । আমরা তো ভক্ত । সেই মাশুকের আশিক আমরা । এক পরমাত্মাকেই পতিত পাবন বলা হয় ।

তোমরা তো জানো যে, তোমাদের বড়রা বলে যে, রচয়িতা আর রচনা হলো অন্তহীন । তাহলে তোমরা নিজেকে কিভাবে রচয়িতা বলতে পারো ? বীজ অন্তহীন হতে পারে না । ঝাড়কে অন্তহীন বলা হয় । এতো পাতা ইত্যাদি গোনা সম্ভব নয় । এক বীজ থেকে কতো ডালপালা, পাতা ইত্যাদি বের হয় । তোমরা হলে চৈতন্য, তোমরা চলাফেরা করো । সবথেকে বড় মহিমা হলো মানুষের । বাবা বলেন, আমি এসে বাচ্চাদের সমস্ত নাটকের রহস্য বুঝিয়ে বলি । এ তো বানানো এক ড্রামা । এই নাটক নিয়েই তোমাদের চলতে হবে । তোমরা বাবার সন্তানরা স্বদর্শন চক্রধারী হও । বাবা তোমাদের আত্মাদের বসে নিজের সমান বানান । তোমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য, নতুন ধর্মের স্থাপনার জন্য পরমপিতা পরমাত্মার থেকে নতুন কথা শোনো, যিনি এই সৃষ্টিকেও পবিত্র করেন । তিনি তোমাদেরও নতুন করে বানান । নতুন সৃষ্টিতে নতুন দুনিয়া হবে স্বর্গের, এখন তো নরকের দুনিয়া । তোমরা এখন নরকের দুনিয়ায় আছো । এখন পরমপিতা পরমাত্মা এসেই তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী করেন । বাকি সকলেরই তো দুটিই হাত থাকে । মানুষ যে ৮৪ জন্ম নেয়, তাদের চারটি হাত কখনোই হতে পারে না । তোমরা এমন কথা কখনোই শুনবে না যে, শঙ্করের একশো বা হাজার হাত আছে । ব্রহ্মার হাত দেখানো হয়েছে । কেউ বলে আমরা চতুর্ভুজ ব্রহ্মার কাছে গেছি, কেউ আবার বলে আমি হাজার ভুজাধারী ব্রহ্মার কাছে গেছি । ব্রহ্মার সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাহলে কতো ভুজা হয়ে যাবে ? তিনি তো প্রজাপিতা, তাই না । সৃষ্টির যখন

রচনা করেছেন তখন বরাবর বাহুও থাকবে । বাকি মানুষরা কখনো চার বা ছয় ভুজাধারী হয় না । সুক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই । এই সব বাবা বসে বোঝান । তিনি বলেন, এই দাদাও অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, গুরু করেছেন । সে হলো ভক্তি মার্গ । তোমাদের ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । তোমরা হলে অলরাউন্ডার । শুরুর থেকে তোমরা অনেক বেশী ভক্তি করে এসেছো । এই সময় ভক্ত তো অনেক । তোমরা তো অল্প বাচ্চা । বাবা বলেন --- আমি তোমাদের সাক্ষাৎকার করাই । কোনো ভক্ত যদি স্মরণ করে, তাকেও সাক্ষাৎকার করাই । তোমরাই সতোপ্রধান ভক্তি করেছো তাহলে তোমরাই সবথেকে বেশী জন্ম নিয়েছো । তোমরা ৬৩ জন্ম ভক্তি করেছো । তার পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাও । এ কতো বোঝার কথা, তাই নতুনরা যখন আসে তখন তাদের দিয়ে ফর্ম ভর্তি করানো হয় । এই ফর্ম খুব সুন্দর --- তোমাদের গুরু কে ? গুরু করলে অবশ্যই তোমরা ভক্ত হলে । তোমরাই যদি ভগবান হলে তাহলে গুরু কেন করলে ? ভগবান কিভাবে ভগবানকে গুরু করবে ? ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গুরু করে । তোমরা যদি নিজেরাই ভগবান হলে তাহলে গুরু দিয়ে কি হবে ? অনেক যুক্তি দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে বোঝাতে হবে । রোজ তোমাদের নতুন নতুন কথা বোঝানো হয় । মল্ল যুদ্ধে অনেক যুক্তির সঙ্গে লড়াই হয় । কোথা থেকে অমুককে লক্ষ্য করবো, কিভাবে তীর মারবো ।

মানুষ আদি দেব ব্রহ্মাকে মহাবীর বলে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । কেউ কেউ হনুমানকে মহাবীর বলবে কেননা হনুমান মহাবীরত্ব দেখিয়েছে । কোথায় সেই মহাবীর, আবার তার নাম পবন পুত্র রেখে দিয়েছে । আদি দেব তো ব্রহ্মা, তিনিও মানুষ । জগদম্বাও মানুষ । এতো হাত কোথায় ? মাতার যদি এতো থাকে, তাহলে আমাদেরও থাকা উচিত । এ খুবই আশ্চর্যের কথা । এমন নয় যে সকলেই এই জ্ঞান ধারণ করে সেই নেশায় থাকে । এখানেও নম্বর অনুযায়ী । ওই সৎসঙ্গে এমন কথা থাকে না । এ তো স্কুল । এখানে নম্বর অনুযায়ী বাচ্চারা আছে । কারোর মায়ার তুফান এলো আর পড়ে গেলো , তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হয় না । যখন ফাইনাল মালা তৈরী হবে তখন তাকে রুদ্র মালা বলবে । তোমরা হলে রুদ্র শিববাবার সন্তান । রুদ্র যজ্ঞ যখন রচনা করা হয় তখন রুদ্রের চিত্র বড় বানানো হয় । বাকি ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানিয়ে মানুষ পুজো করে । বাবা বসে এইসব গুহ্য কথা বুঝিয়ে বলেন । সেবাপরায়ণ বাচ্চারা খুব ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে আর অন্যদেরও বোঝাতে পারবে । এ তো খুবই সহজ । আমরা সকলেই আত্মা । বলা হয় সকলেই ভাই - ভাই । আত্মারা সকলেই ভাই - ভাই । ভাই - ভাই বলে আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে । যখন বলো, সকলেই ভাই - ভাই, তাহলে সকলেই বাবা, কিভাবে বলতে পারো ? সকলেই ঈশ্বর, এ কথা কিভাবে বলো ? সব ভগবান ভাই - ভাই কিভাবে হতে পারে ?তিনি তো সমস্ত আত্মাদের বেহদের বাবা । এ কতো সহজ কথা । তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয় । তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে । এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয় । এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । বরাবর প্রজাপিতা যখন ব্রহ্মা তখন নতুন সৃষ্টির তো রচনা হবেই । জগত পিতা, তিনি হলেন রচনাকার । তোমাদের তিনি রচনা করেছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তিনি নতুন প্রজার রচনা করেন, অর্থাৎ পুরানো থেকে নতুন তৈরী করেন । মানুষ তবুও মনে করে সাগরের জলে পিপল পাতায় ভেসে এসেছে । আচ্ছা, তাঁকে কে রচনা করেছেন । এ কথা বাবা বসেই বোঝান যে নতুন প্রজা কিভাবে রচনা করা হয় ? সেখানে, অর্থাৎ স্বর্গে আত্মা গর্ভে যেন আরামে বসে থাকে । সেই সময় কোনো জ্ঞান থাকে না । শাস্ত্রে তো কেমন সব কথা লিখে দিয়েছে । প্রলয়ও বড় এবং ছোটো দেখানো হয় । ওরা বলে প্রলয় হয় । বাবা বলেন, প্রলয় কখনো হয় না । আমি আসি ব্রহ্মার দ্বারা পতিতকে পবিত্র বানাতে । তোমরা এক

একজনের কাছে ভোঁ ভোঁ করো । এখন সকলেই বিকারী এবং পতিত । বাবা হলেন পতিত পাবন, তাঁর দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী হই । আমরাও নিজে পবিত্র হই এবং অন্যদেরও পবিত্র করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই বানানো ড্রামার উপরেই চলতে হবে । জ্ঞানের মন্থন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে ।

২) ভক্তদের ভগবানের সত্য পরিচয় দিতে হবে । বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে । ব্রহ্মার সাহায্যকারী হাত হয়ে ঈশ্বরীয় সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদান :- অখণ্ড স্মৃতির দ্বারা বিঘ্নের বিদায়কারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সঙ্গম যুগ হলো বিঘ্নকে বিদায় দেওয়ার যুগ, যাকে অর্ধেক কল্পের জন্য বিদায় দিয়ে দিয়েছো তাকে আর আসতে দিও না । সর্বদা স্মরণে রেখো, আমরা হলাম বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্ব শক্তিমান -- এই স্মৃতি যদি অখণ্ড থাকে, তাহলে শক্তিশালী আত্মাদের সামনে মায়ার বিঘ্ন আসতে পারবে না । বিঘ্ন এলো - তাকে দূর করলে - তাহলে অখণ্ড, অটল বলা হবে না, তাই সর্বদা শব্দের উপর নজর দাও । সদা স্মরণে থাকলে সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে আর বিজয়ের বাজনা বাজতে থাকবে ।

স্লোগান :-- ঈশ্বরীয় সেবায় নিজেকে অফার করাই হলো বাপদাদার ধন্যবাদ প্রাপ্ত করা ।